বেণী মাধব
গার্গী ভট্টাচার্য

বেণী মাধব

গার্গী ভট্টাচার্য

কপিরাইটেড্ মেটেরিয়াল

এবার থেকে শনি ও মঙ্গলবার আমি বই চ্যানেল করবো কারণ আমাকে দেবদেবীরা সেরকমই আভাস দিয়েছেন যে এই দুটি দিন হল শক্তির দিন কাজেই সুবিধে হবে।

যেইসব হাই প্রিস্ট ও সাধুরা এখন সাতানের হয়ে কাজ করছে বা করছিলো অথচ এখন ভগবানের কাচে সারেন্ডার করেছে তারা পরবর্ত্তী জন্মে ডার্ক এনার্জি শুষে নেবার কাজ করবে ও মানুষের ভালো করার কাজে ব্রতী হবে। এই কাজ এক চক্র হবে যাকে পুণ্য চক্র বলা হবে যেমন পাপচক্র চলে সেরকম । ঐশ্বর্য

রাইকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার থেকে বার করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে কারণ ও সেটা তুকতাকের দ্বারা পেয়েছিলো আর যেই পরিবার, জয়া ভাদুড়ির মত অভিনেত্রীর সম্মান দেয়না ও অভিষেকও একজন চমৎকার অভিনেতা তাদের এই সম্মান রাখার কোনো মরাল অধিকার নেই বলে মনে করে দেবতারা। অমিতাভ ও ঐশ্বর্য ছিলো পিশাচ সিদ্ধ তান্ত্রিক ও তারা এইসব অস্তিত্ব এর দ্বারা চালিত হতো তাই মল ভক্ষণ করতো । কারণ পিশাচ মল খায় । অমিতাভ কাল মারা গিয়েছে পিশাচের হাতে। অত্যন্ত নৃশংস উপায়ে। ওর লাশ

টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । এখন দেখো বডি ডবল বার করে কিনা । অনেক দক্ষিণী অভিনেত্রীকে মোলেস্ট করেছে যারা ওখানে কাজ করতে গিয়েছে ও অভিনেতাকে তাড়িয়ে দিয়েছে গালি দিয়ে । -- অ্যাঁ , তু হায়দরাবাদ সে আয়া , হিন্দী বোল পায়েগা ? চলা যা ইহা সে !

এইসব করে ।

অমিতাভকে এবার মহাজগৎ স্পার্ক করে দেবে । স্পার্ক করলে আকাশিক রেকর্ড বন্ধ করে দেওয়া হয় । আবার দেহ পেলে সেই রেকর্ড বা কর্মের অ্যাকাউন্ট খোলা

হয় কিন্তু স্পিরিচুয়াল যতটা গ্রোথ হয় ততটা থেকেই যায় । সেটা বিনষ্ট হয়না ।

পরে দেহ পেলে সেই স্পিরিচুয়াল গ্রোথটা থেকে আবার শুরু হয় জীবন । সার্ফেসে হয়ত একটি দেহ হয় কোনো রকম কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতিটা থেকেই যায় ।

স্পার্ক করলে সাতচক্র নাশ হয়ে যায় ।

পরিচালক মৃণাল সেন পরজনমে বৈষ্ণব দর্শণে দীক্ষিত হবেন ও মথুরা /বৃন্দাবনে রাধা মদনমোহন এর মন্দিরে মদন মোহনের ভক্ত হবেন ।

টানা ও ঠেলা এই দুই শক্তির দ্বারাই মহাজগৎ চলে। যেমন রমণের সময় হয় সেরকম বাইরের জগতেও একই জিনিস হয়। পুল অ্যান্ড পুশ এনার্জি আর তা থেকেই কসমস ডিসলভ্ হয়ে যায় আবার বার হয়ে আসে অর্থাৎ কসমিক ডিম্ব থেকে জন্ম হয় যেমন সন্তান জন্ম নেয় রমণের পরে। সেই পুল ও পুশ এনার্জি । যা আছে ভান্ডে তাই ব্রহ্মান্ডে।

গভীর ঘুমের সময় আমরা কসমসকে শুষে নিই দেহের ভেতরে। তাকেও মিনি প্রলয় বলা যায় আবার জেগে গেলে তা

বার হয়ে আসে দেহ থেকে । এই কান্ড রোজই চলে ।

আমেরিকা চারিদিকে ধ্বংস করেছে ও মানুষের ক্ষতি করেছে পদ্মবনে মত্ত হাতীর মতন, নিজ ইচ্ছেমতন আর এখন পুটিনের সমালোচনায় মত্ত ।

আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও ।

কলকাতা প্রাইভেট সিটি হয়ে যাবে যেমন জোব চার্ণক সুতানটী গ্রামকে করেন সাবর্ণ রায়চৌধুরী এদের থেকে কিনে মনে হয় । এমন সিটি কেউ দেখেনি ।

এখানে সব সুবিধে থাকবে ও দরিদ্ররাও সমান অধিকার পাবে আর কাজের সুবিধে থাকবে সবার। পেট্রো ডলার ফ্লো করবে বাংলার ইকোনমিতে।

এমন শহর বাংলা কভু দেখেনি কো !

মমতা ব্যানার্জির মতন রাস্কেলের শহর নয় এটা ! এখানে যোগ্য প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়া হবে ও বিদেশের মতন সামাজিক উন্নয়ন ও কাঠামোর দিকে নজর দেওয়া হবে।

কমলা হ্যারিস মৃতা কিন্তু ওর বডি ডবল বার করে ওকে প্রতিনিধি সাজিয়ে

রাষ্ট্রপতি বানাচ্ছে আমেরিকা তাই এবার ক্যামিলা গেটের মতন কমলা গেট বার হবে ও এইসব তথ্য সামনে আসবে ও ওর এমানুয়েল ম্যাক্রনের সাথে সেক্স ভিডিও বাজারে আসবে। সেই ট্যাম্পন শোকানোর জিনিসগুনো । অ্যান্ড সি উইল বি ডেস্ট্রয়েড্ অ্যালং উইথ হার পার্টি ডেমোক্রেটিক পার্টি । কাশেম সোলেইমানিকে এরা মেরেছে মানে হুকুম দেয় , ডোনাল্ড ট্রাম্প নন। তাঁকে কালা জাদু করে প্রেত চালনা করে এসব করা হয়। কিন্তু সোলেইমানি কি মৃত ?

কতবড় সোলজার ছিলেন উনি আর তোমরা তো জানো আমেরিকানদের সাথে উনি কি করতেন যার জন্য দুনিয়া ওনাকে টেররিস্ট আখ্যা দিয়েছিলো কাজে কাজেই !

সোলেইমানি একজন জেনেরাল ছিলেন আর জেনেরালরা সবসময় রাজার হুকুম নিয়ে থাকেন , মন্ত্রীসান্ত্রীর নয় । ইতিহাস সেটাই বলে ও দেখায় আমাদের । আর এখন আয়াতোল্লা খোমেইনি মৃত । কাজেই ইরানের শাহ্ অর্থাৎ ওর পিতা হলেন রাজা অথবা অন্য কোনো রাজা তাইনা ।

কমলা হল সাতানের এজেন্ট । ফরাসী দলপতির সাথে যুদ্ধ হল সামরিক বাহিনীর সেনারা লড়াই করবে ও মারা যাবে আর এরা দুজনে বেডরুমে সব গোপন তথ্য শেয়ার করবে তাহলে ?

ইলন মাস্ক কি টুইট করেছেন ? যে তাহলে বোঝা গেলো নেক্সট কাঠপুতলি কে হবে ডেমোক্রাট পার্টির – !!

ভগবানরা খুবই আজব সত্ত্বা । যদি কোনো ভগবান হিলিং দেওয়া বন্ধ করেন তখন অন্য ভগবান আরো ১০/১২ খানা গড সৃষ্টি করে দেন ভক্তদের হিলিং দেবার জন্য । যেমন লর্ড বেণী মাধবের গল্প

পড়ে নিন। সেরকম। একজন বিষ্ণু নেই আর শিবও নেই আর কালীও নেই। হাজার হাজার শিব/কালী ও বিষ্ণু–তাদের ফর্মগুলিতে আছেন সব দেবদেবী। আর বিষ্ণুকে বলা হয় ভক্ত বৎসল দেবতা। তাই ভক্তকে রক্ষা করার জন্য উনি যেকোনো লেন্থ–এ যেতে সক্ষম।

তিরুপতির যে বালাজীর পতন হল কয়েক সপ্তাহ আগে উনি আসলে ঋষি মরীচির অভিশাপ নিজ বক্ষে ধারণ করে নেন। তাই আমাকে হিলিং দেননি। এগুলিকে বলা হয় স্পিরিচুয়াল চ্যালেঞ্জ। এগুলিতে অংশ নিলে খুব তাড়াতাড়ি

মোক্ষ হয়ে যায় । ওনার হয়ত পতন হবে কিন্তু খুব শীঘ্রই উনি একটি দেহ পাবেন ও এককোষী প্রাণী , পোকা,খরগোশ,সর্প,শৃগাল,বাঘ ও তারপর মানুষ হবেন ও তারপর আর মাত্র ওনার ৫/৬ জন্ম লাগবে মোক্ষ পেতে যা কলিযুগে বিরল ঘটনা । পরে উনি একজন বৈষ্ণব সাধক হবেন । উনি একজন বড় ও সেল্ফলেস্ তান্ত্রিক ছিলেন তাই এই কার্স নিজ সত্ত্বায় ধারণ করেন ।

একটি ভক্তিমতী বৈষ্ণবীর গর্ভে ওনার জন্ম হবে ও এগিয়ে যাবেন স্পিরিচুয়ালি । আর পতিত হবেন না । উনি আমার

ইনডাইরেক্ট সোলমেট । অর্থাৎ সেকেন্ড কাজিনের মতন আরকি । অরুণাচল ওনাকে খুব তাড়াতাড়ি লিবারেশানের দিকে নিয়ে যাবেন নাহলে স্পার্ক খুব বেদনার ও ওটি হবার পরে সহজে দেহ পাওয়া ও বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যায়না । উনি একটি স্পিরিচুয়াল খাঁচায় ছিলেন তাই আমাকে হিলিং দিতে পারেননি । এটাই ঐ অভিশাপের অংশ ।

দেবদেবীরা অনেক সময়ই এগুলি করেন ও আধ্যাত্মিক সিঁড়িতে ওপরে উঠে যান ।

কারো কারো দম্ভের কারণেও পতন হয় বটে তবে সেসব বিরল ঘটনা ।

আমার সোলমেটগণ সেল্ফলেস আর সাতান তাদের আক্রমণ করলেও আমরা তাদের তুলে নিয়ে যাই যেমন ফিনিক্স ওঠে ছাই থেকে।

ডেমোক্রেটিক পার্টি নাশ হবে ও লোকে বিল ক্লিনটনকে হিটলার বলবে। যেমন দেবদেবীদের এনার্জি শিফট হয় সেরকম হিটলার বা এইজাতীয় পদেরও এনার্জি সরে যায়। এবার বিল ক্লিনটনকে নব হিটলার বলবে লোকে। ঐ রাজনৈতিক দলকে লোকে সাইকোর দল বলে অভিহিত করবে ও ইতিহাস ওদের ভুলে

যাবে। নিজ স্ত্রীর কেরিয়ার খতম করার জন্য বিলকে চড়া বিল পে করতে হবে।

সাতান বলছে আমাকে যে ঝড়ে কাক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে অর্থাৎ আমাদের স্পিরিচুয়ালিটির কোনো ক্ষমতা নেই। আমি বলে হ্যাঁ , এই ফকির এমন ফকির যে বেছে বেছে সাতানের কাকগুলিকেই মারছে তাইনা।

জম্পেশ ফকির কিন্তু । অ্যান্ড ইউ নো হোয়াট সাতান ? যাই করনা কেন যতই ভগবানের সাথে র‍্যাট রেসে নাম সেই গানটা শুনিস্নি ? যে অ্যাট দা এন্ড অফ্ দা ডে ইউ উইল বি আ ফাকিং র‍্যাট।

কার্মিক এনার্জির সাথে থাকা মুস্কিল তবুও লোকে এনার্জি এনট্যাঙ্গেল করে কারণ তার থেকে শিক্ষা নেওয়া যায় । আত্মার উন্নতি হয় । সোলমেটদের সাথে বাস করলে উন্নতি তত হয়না । যেমন বাবা মা ও শ্বশুর শাশুরি সেরকম । কার্মিক এনার্জি হল শ্বশুর বাড়ির মতন ।

থাকা মুস্কিল কিন্তু অনেক কিছু শেখা যায় ও জীবনের দুয়ারে উন্নতির আভাস মেলে । সন্তান এর মুখদর্শন হয় । এইসব আরকি । মোক্ষের দিকে এগোতে সুবিধে হয় এদের সাথে শক্তি জোড়া দিলে ।

শিবান্না; দক্ষিণী হিরো ও ডঃ রাজকুমারের পুত্র ও একজন মুরুগানের রূপ ।

পালানি মুরুগান, আমার ছেলে এখন সে- একজন বিরাট বড় সোলজারও হবে । আর বড় স্পাইও হবে ।

সত্যজিৎ রায় শান্তিনিকেতনে থাকেননি কারণ ওনার মতে ওখানে কোনো ইণ্টেলেকচুয়াল কাজ হতোনা । আমি আরেকজন খ্যাতনামা কবির কাছে শুনেছি যিনি ওখানকার লোক যে ওখানে নিয়মিত তন্ত্রমন্ত্রের আসরে বসতো । কিন্তু

সব ঘটনা বাইরে বলা যায়না আর নীরব থাকাই শ্রেয় ।

চৈতালী দাশগুপ্ত মনে করে যে কেবল রবীন্দ্রনাথই বই লিখেছে আর কেউ নয় ।

সারাটা জীবন তন্ত্রমন্ত্র করেও ওর কপাল কুন্ডলার মতন চরিত্র কৈ ?

নজরুল ও বঙ্কিম কম কিসে ?

তারাশঙ্কর কম কিসে ?

অতুল প্রসাদী , রজনীকান্তের গান , দিজেন্দ্র গীতি কম কোথায় ?পতিত

উদ্ধারিনী গঙ্গে গানটা অথবা খেলিছো এ বিশ্ব লয়ে গানটার মাধুর্য নেই ?

কি জিনিস যা রবিঠাকুরের সবকিছুকেই বাংলার শিখরে বসিয়ে রেখেছে ? কোনো বাংলার লোক সমালোচনা অবধি হজম করতে রাজি নয় ? সুবোধ সরকারকে আমেরিকাতে জুতো খেতে হয়েছে ?সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সমালোচনা শুনতে হয়েছে ? কি সেই জিনিস যা একে এত মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখেছে ? যেখানে এই লোকটি যোগিনী মালিনীর সাহায্য নিয়ে

অটোমেটিক রাইটিং করে নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছে ?

তন্ত্র ও মন্ত্র । আর এটা এবার বার হবে বাইরে । রবীন্দ্রনাথ এর জোচ্চুরি , অমর্ত্য সেন ও তার ছাত্রের জোচ্চুরি এবার বাজারে আসবে । নোবেল কমিটি ওদের প্রাইজ থেকে স্ট্রিপ করে দেবে । আর বাঙালীর এত অপমান হবে এই তিন মক্কেল কে একসাথে এরম করলে যে পুছো মাৎ । বাঙালীর ইগোর এইসি কি তেইসি । রমণ মহর্ষি ও অরুণাচলকে অপমান করছে-- যে একটা পাহাড়কে ভগবান বলে চালাচ্ছে । কৈলাসের নাম

শুনেছি কিন্তু এর নাম শুনিনি কোনোদিন । এত বিখ্যাত হলে জানতাম না ? না শুনেছি মহর্ষির নাম ! রামকৃষ্ণ , বিবেকানন্দ সবার নাম জানি । জানি কেদার/বদ্রী এসবের নাম । মহর্ষি নিজের পারিবারিক ব্যাবসা খুলে গিয়েছেন ঐ পাদদেশে বসে । এইসব রটাচ্ছে শয়তান বাঙালী । যাদের রামকৃষ্ণ মিশন এক শয়তানি আঁখড়া । ওদের ভরত মহারাজ না সারদামণির কাছে দীক্ষিত আর না কোনো সাধু । ব্যাটা একটি সেক্স স্কাম । সুচিত্রা সেনের নগ্ন ছবি নিয়ে টয়লেটে বসে মাস্টারবেট করতো বলে ওকে মিশনের মহারাজরা

মাগীবাজ বলতো । ভরত হওয়া সহজ নয়। ভরত, রামের পাদুকা নিয়ে পুজো করতো সিংহাসনে বসিয়ে।

কাজেই বাঙালীর অহংটা একটু কমানো উচিৎ ও বাইরে একটু দেখা উচিৎ । যে মিশনে সবাই প্রবেশাধিকার পায় ও সভাপতি হতে পারে আর মহর্ষির ওখানে ওনার বাড়ির লোকেরা বসে।

কিন্তু মহর্ষির ওখানে কোনো অর্থ কেউ নেয়না আর না কোনো চেলা/গুরুর ব্যাপার আছে।

বাঙালীকে বুঝতে হবে রবীন্দ্রনাথ সবার স্বপ্ন হতে পারেনা । ওরা অ্যাবসোলিউট স্টেটমেন্ট দিতে অভ্যস্ত । কিন্তু জগতে একমাত্র পরমেশ্বর ব্যাতীত কিছুই অ্যাবসোলিউট নয় । সবই রিলেটিভ । দা ওয়ার্ল্ড ইজ আ নোশান ।

বিজ্ঞান সেটাই বলে । থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি । আইনস্টাইনের ।

আমি অনেক লোকেদের চিনি যারা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে প্যানপ্যানে ও অখাদ্য বলে থাকে । তার মধ্যে আমার ভাগ্নী ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর বাড়ি মেয়েও আছে ।

--বুড়ি আত্মা সে খুদ্‌কো বাঁচানা, বাংগালী লোগোকো শিখনা চাহিয়ে ।

মানে এই রবীন্দ্রনাথ , ভরত মহারাজ , অমর্ত্য সেন , নবনীতা দেবসেন এরা ।

টেগোর ইন্দিরা গান্ধীকেও পর্যন্ত মোলেস্ট করতে যায় তখন উনি বাবাকে পত্র দিয়ে চম্পট দেন যা পরে টেগোর বাজারে রটায় যে ইন্দিরা কার প্রেমে পড়ে ।

রবীন্দ্র ছিলো এক লম্পট ও তান্ত্রিক ।

আমি আমার কামাক্ষী বইটাতে ওকে সাপোর্ট করে লিখি । তখন সুনীল

গঙ্গোপাধ্যায় ওনার বিরুদ্ধে লিখতেন । কিন্তু এখন আমি সত্য জেনে গিয়েছি ।

চৈতালী ও তার মা আর শাশুড়ি হল বেশ্যা । তাই ওদের খারাপ পাড়ায় বাস করা উচিৎ । মেনস্ট্রিম সমাজে না এসে । কিন্তু এটা কি কোনো সেন্সেবেল কথা । ওদের সুযোগ দেওয়া উচিৎ এগোবার ।

সেরকম রবীন্দ্রনাথও সবার ভালোবাসা হতে পারেনা । রবীন্দ্রনাথ শার্লক হোমস্ লিখতে অক্ষম । ফেলুদা লিখতে অক্ষম । বোমক্যেশ লিখতে অক্ষম । তাই বলে এগুলি সাহিত্য নয় ? এত দম্ভ আপনার বাংগালী বাবু ?

তার চৈতালী যখন এতই উন্নাসিক তাহলে তো তার মাকালীর পুজো করা উচিৎ তুকতাক না করে তাইনা ? হোয়াই ইতর যোনির সাধনা ইন্সটেড্ অফ্ ভগবতীর সাধনা ? হোয়াই অ্যাট অল্ ? কারণ সি ইজ অপরচুনিস্ট । যেখানে যেটা করলে বা বললে সুবিধে হবে সেটাই করছে ।

ভরত মহারাজকে ৭ জন্ম স্টিফেন হকিং এর মতন দেহ নিয়ে জন্ম নিতে হবে এই ধরাতে । অমিতাভকে স্পার্ক করে দেওয়া হবে ।

রবীন্দ্র ও অমর্ত্য ও তার স্যাঙাৎ কে নোবেল থেকে স্ট্রিপ করা হবে ।

অরুণাচলকে এত অপমান করা ও আমাকে পর্ণস্টার বলা ইজ আ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। কারণ যেই অরুণাচলের কথা মনে করলেই মোক্ষ হয়ে যায় অরুণাচল মাহাত্মম্ , স্কন্দপুরাণে লেখা আছে আরো নানাবিধ , দীক্ষার প্রয়োজন নেই আর সাধনার বা গুরুর তাঁকে বা তাঁর শিষ্যাকে পর্ণস্টার বলা রে বাংগালী দেখিস্ সাবধান !!!আর বাংলাদেশীরা তোদের বাঙালি মনেও করেনা। যা পুছ ওদের -- রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত কূপমন্ডুকের দল। তোদের শান্তিনিকেতন , রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও সমস্ত রাবিন্দ্রিক ধবংস

হয়ে যাবে। যে ওকে নিয়ে চর্চা করবে সে

মারা যাবে ব্লুটালি।

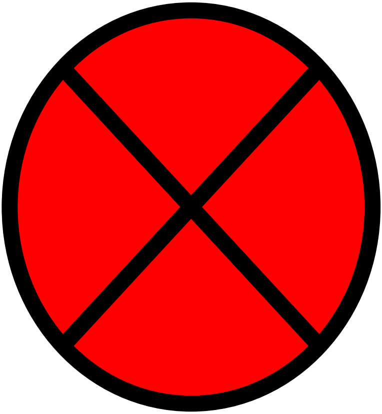

অমিতাভ বচ্চন মারা গেছে আর ওর পিশাচ গুরু আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলো। সে পিশাচলোকে বাস করে ও এরাই এদের মারে শেষকালে। এদের সাধনা করেই এরা পিশাচ সিদ্ধ তান্ত্রিক হয়, সমাজে নোংরামো শুরু করে ও পাওয়ার দেখাতে শুরু করে। এই গুরুজী আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলো।

অনেকে বলে আমি বাজারে স্ক্যাম ছড়াচ্ছি কারণ সত্য বার হয়ে আসছে যা জঘন্য। কিন্তু নিরীহ মানুষকে মাদকাসক্ত করা অথবা মারা অথবা কেরিয়ার শেষ

করে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয় । নিজের সেলফিশ মোটিভের জন্য দিনের পর দিন এসব করছে এই শয়তানের দল আর কেউ প্রতিবাদ করলেই তারা বাজারে স্ক্যাম রটাচ্ছে । তাপস পালের মতন শিল্পীকে নাশ করা , সমাজে ডার্ক এনটিটি ছাড়ানো যা ক্ষতিকারক এসব কোনো খারাপ জিনিস নয় আর কেউ লিখে দিলেই হয়েছে । সে বাজারে স্ক্যাম রটাচ্ছে ।

ঠাকুরের আদর্শ মানেনা । এতবড় সাধকের ছবি দেখা , কথামৃত পাঠ করা ও ভক্তিভরে নিয়মিত প্রার্থণা করাই

মোক্ষলাভের পক্ষে যথেষ্ট । লিবারেটেড সন্তরা এতই শক্তিশালী যে তাঁদের চিত্র, কথা ও মূর্তি এসব এর কাছে গেলেই মাইন্ড আস্তে আস্তে কনশাসনেসের গভীরে ঢুকে যেতে থাকে ও চিরশান্তি আসতে শুরু করে । আর মিশনে কুমারী পুজো ও ধর্মের ঢক্কা নিনাদ কেবল মানুষকে আরো মাইন্ডের জালে জড়িয়ে দেয় । আসলে ওগুলি হল এক একটি বিজনেস এর পন্থা যার থেকে বার হবার জন্য সন্ন্যাস নেওয়া আবার সেই জালেই জড়িয়ে দেয় এরা এগুলি করে ।

ধর্ম দিয়ে মোক্ষ হয়না । মোক্ষ পেতে গেলে সবার আগে ধর্মকে ত্যাগ করতে হয় ।

এলাবরেট রিলিজিয়ন হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ গড রিয়েলাইজেশান ।

অনেকে আমাকে বলে যে আপনি একজন মধ্যবিত্ত মেয়ে , বিদেশে গাড়িও চালান না , চাকরিও করেন না , এত সাহস আপনার যে রাঘব বোয়ালদের সাথে টক্কর দিচ্ছেন ? কোথায় পান এত শক্তি ? কি সেই শক্তি আপনার ?

আমি বলি যে আমার শক্তি হল সায়লেন্স । সায়লেন্স থেকে আমি শক্তি পাই আর

এই সায়লেন্সে পৌঁছাতে হলে সাধনা করতে হয় । মাইন্ডের ক্যাকোফোনি বন্ধ করতে হয় । মনকে স্তব্ধ করতে হয় । আর এগুলি কোনো ইতর যোনির সাধনা করে কিংবা তন্ত্রমন্ত্র করে হয়নি আমার ।

তান্ত্রিকেরা জানে যে আমি তন্ত্রমন্ত্র করিনা আর ওসব জানিও না । হয়েছে অরুণাচলের সংস্পর্শে এসেই যার বিখ্যাত আলওয়ার ও নয়নার সন্তরা ইতিহাস বিখ্যাত ও বহুআগেই এগুলি করে দেখিয়ে গিয়েছেন যে নীরবতার কী প্রচন্ড শক্তি রয়েছে ।

সমাপ্ত